কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৭

'নকল ধরায়' বিভাগীয় প্রধানকে অব্যাহতি!

উপাচার্যকে আদালতের নোটিশ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ফার্ম স্ট্রাকচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেনকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে ওই শিক্ষক আদালতে রিট করলে অব্যাহতি আদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। একই সঙ্গে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও নতুন বিভাগীয় প্রধানকে এ ঘটনায় কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন আদালত। নকল থিসিসে সই না করায় তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, কয়েক শিক্ষার্থীর থিসিসের ফল ইচ্ছা করে আটকে দেওয়া ও বিভাগের অন্য শিক্ষকরা তাঁর অপসারণ দাবি করায় আইন অনুযায়ী তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি ফার্ম স্ট্রাকচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এমএস শ্রেণির ১১ জন শিক্ষার্থী জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ সেমিস্টারের থিসিস মূল্যায়নের জন্য ডিফেন্স কমিটির কাছে উপস্থাপন করেন। ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন দাবি করেন, এক শিক্ষার্থীর থিসিস পর্যালোচনা করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বলে তিনি প্রমাণ পান। পরে গত ২০ মার্চ স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রস্তুতকরণ কমিটির সভা হয়। সভায় ডিফেন্স কমিটির সভাপতি ও বিভাগীয় প্রধান মো. আনোয়ার হোসেন রেজাল্ট শিটে ওই শিক্ষার্থীর নম্বর যোগ না করেই সই করেন। কিন্তু ডিফেন্স হওয়ার (থিসিস উপস্থাপন) পর কোনো শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর টেবুলেশন (তালিকাভুক্ত) না করা নিয়মবহির্ভূত হওয়ায় কমিটির অন্য সদস্যরা তাতে আপত্তি জানান। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় আনোয়ার হোসেনের।

পরে অধ্যাপক আনোয়ার আরো চারটি থিসিস নকল দাবি করে ২৩ মার্চ সেগুলো অধিক পর্যালোচনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সমন্বয়কারী (কো-অর্ডিনেটর) অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান সরকারকে চিঠি দেন; যদিও আগে ওই চারটি থিসিসে নম্বর দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন আনোয়ার। পরে গত ৩০ মার্চ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. রকিবুল ইসলাম খান তাঁর অফিসে আনোয়ার হোসেনকে ডেকে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর দিতে চাপ দেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে তাতে তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। এ নিয়ে উপাচার্য এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটির সমন্বয়কারীর কাছে লিখিত অভিযোগও করেন তিনি। এতে ওই ১১ শিক্ষার্থীদের ফল আটকে যায়। এতে তাঁরা বিভিন্ন নিয়োগের পরীক্ষা দিতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকদের কাছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে সহকর্মী দুই শিক্ষকের (অধ্যাপক মো. আবদুর রশিদ ও অধ্যাপক মো. নুরুল হক) বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করায় এবং শিক্ষার্থীদের থিসিসের ফল ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দেওয়ায় বিভাগের অন্য শিক্ষকরা আনোয়ার হোসেনের ওপর ক্ষুব্ধ হন। গত ৩১ মার্চ তাঁরা তাঁকে অপসারণের দাবি জানিয়ে রেজিস্ট্রার বরাবর চিঠি দেন। অন্যথায় তাঁরা বিভাগীয় সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন বলে জানান। এ পরিস্থিতিতে গত ৩ এপ্রিল উপাচার্য ড. মো. আলী আকবর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সের ১৩(৩) ধারা অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতাবলে বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে আনোয়ার হোসেনকে সাময়িক অব্যাহতি দেন। আর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবদুর রশিদকে। তবে গত ৬ এপ্রিল এ অব্যাহতির বিরুদ্ধে উপাচার্যসহ ৯ জনকে বিবাদী করে ময়মনসিংহের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে রিট করেন আনোয়ার। শুনানি শেষে রিটটি মঞ্জুর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও অনুষদের ডিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ১০ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেন আদালত। একই সঙ্গে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদীকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ বাধা না দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আনোয়ার হোসেন বলেন, 'একজন শিক্ষক হিসেবে নৈতিক কারণে নকল থিসিসে আমি সই করতে পারি না। এর পরও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আমাকে রেজাল্ট শিটে সই করতে চাপ দেন। তাতে রাজি না হওয়ায় কোনো ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদালত তাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় আমি আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করব।'

তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. রকিবুল ইসলাম খান বলেন, 'ডিফেন্স হওয়ার পর কোনো শিক্ষার্থীর রেজাল্ট আটকে দেওয়ার এখতিয়ার কোনো শিক্ষকের নেই। চেয়ারম্যান হিসেবে ওনার (আনোয়ার) দায়িত্ব ছিল টেবুলেশন শিটে সই দেওয়া। তাই আমি তাঁকে সই দিতে বলেছি।'

উপাচার্য আলী আকবর বলেন, 'বিভাগের সব শিক্ষক তাঁর (আনোয়ার) বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করায় এবং বিভাগীয় সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালানোর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ১৩(৩) ধারা অনুযায়ী তাঁকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. ছাইফুল ইসলাম বলেন, আইন মেনে আনোয়ার হোসেনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আদালতে আইন অনুযায়ী নোটিশের জবাব দেওয়া হবে।